R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

একদা সম্ভাবনাপূর্ণ দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি আজ মৃতপ্রায়

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ ফেব্রুয়ারী—বেলডাঙা ভাগীরথী সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক সমিতির প্রচেষ্টায় সমগ্র জেলায় স্বল্প দিনের মধ্যে যেভাবে গ্রামে গ্রামে দুগ্ধ-উৎপাদক সমিতি গড়ে উঠেছিল, তাতে মনে হয়েছিল কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাগীরথীতে জলের পরিবর্তে দুধের বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু, লিখিত অভিযোগে প্রকাশ পরিচালকমণ্ডলী উৎপাদক না হওয়ায়, দুধের দর কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদকরা বোনাস লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এখন দেখা যাচ্ছে, কার্যতঃ ভাগীরথী গর্ভে বালির চর সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে হলদিয়া বন্দরে পৌঁছানর আগেই সমিতিগুলি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। অন্ততঃ জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিরজাপুর দুগ্ধ উৎপাদক সমিতিগুলির অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে। মনিগ্রামে গত বছর যেখানে দৈনিক দুধ কেনার পরিমাণ ১০০ লিটারেরও ওপরে উঠেছিল এখন সেখানে দৈনিক দুধ কেনার পরিমাণ নেমে গিয়ে গড়ে ৩০ লিটারে দাঁড়িয়েছে। শোনা যাচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য প্রায় এক বছর থেকে মিরজাপুর দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি বন্ধ হয়ে রয়েছে। অনেক উৎপাদক নাকি এখনও দুধের দাম পাননি। অথচ এখনও অনেকে আছেন যাঁরা এর সুষ্ঠু পরিচালনায় আগ্রহী। কাজেই একদা সম্ভাবনাপূর্ণ সমিতিগুলিকে বাঁচাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানানো হচ্ছে জনসাধারণের পক্ষ থেকে।

রাস্তায় আলো না দিলে পুরকর বন্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর পুরসভার ৮ ও ৯নং ওয়ারডের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা না করলে পুরকর বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ারডের ৯৭ জন নাগরিক লিখিতভাবে তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন ডোমপাড়া রাস্তার ওপর দিয়ে বহু লোক রাত্রে যাতায়াত করেন। কিন্তু পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তায় আলো দেওয়ার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় রাতবিরেতে ছিনতাই সংঘটিত হয়। অথচ নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভাকে আলোর জন্য কর দিয়ে আসছেন। পুরসভার কমিশনার নারায়ণচন্দ্র দাসের বাড়ির কাছ থেকে হাজি আনিরুদ্দিন সেখের বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তায় যতদিন আলোর ব্যবস্থা না করা হবে ততদিন দেয় পুরকর তাঁরা আর দেবেন না। ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে নাগরিকদের এই দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে।

ছাত্রদের ট্যুরে বহিরাগতদের জুলুম ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ৪ দিনের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী ভ্রমণকারী জনকয় ছাত্র। তাঁরা জানিয়েছেন, ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ভ্রমণে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে আবেদন করা সত্ত্বেও ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পরিবর্তে শহরের বেশ কয়েকজন বহিরাগত যুবককে নাম ভাঁড়িয়ে ভ্রমণের সঙ্গী করা হয়েছিল। তারা ছাত্রদের প্রতি অশালীন আচরণ করেছে ও জোর জুলুম চালিয়েছে। প্রতিবাদে মারধোরের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সবকিছু দেখে শুনেও ভ্রমণের নেতৃত্বদানকারী অধ্যাপক নীরব থেকেছেন। বহিরাগতদের পরিচিতি স্বরূপ ভ্রমণকারীদের কয়েকটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ এই সংবাদদাতার হস্তগত হয়েছে। ৪ দিনব্যাপী এই ভ্রমণে কোন ছাত্রীকে সঙ্গী না করা হলেও স্কুলের একজন ছাত্রীর বহাল তবিয়তে ভ্রমণের কারণ অভিযোগকারীরা খুঁজে পাননি।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধন্বন্তরি লোকান্তরিত

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারী—শহরের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও ক্রীড়ামোদী রমাপতি চট্টোপাধ্যায় (হাবলবাবু) গতকাল তাঁর রঘুনাথগঞ্জের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। ১৯৪২-৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সিভিল গারডের গ্রুপ ক্যাপটেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনার। ১৯৬২ সালে তিনি জঙ্গিপুর বিধানসভা আসনে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৪ বছর তিনি শিক্ষকতা করেন জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ও সি-র ঔদ্ধত্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন পুলিশ জনসাধারণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। ইতিপূর্বে একাধিক মুখ্যমন্ত্রী একই ঘোষণা করেছিলেন। প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীই একই কথা বলে থাকেন। কিন্তু পুলিশ সেটা মানলেই তো!

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্তি

সাগরদীঘি, ১৪ ফেব্রুয়ারী—গত সপ্তাহে এই ব্লকের খেরুর গ্রামে খেরুর পল্লী উন্নয়ন সমিতির বাড়ি তৈরীর জন্য ভিত খোঁড়ার সময় মাটির তল থেকে মূল্যবান পাথরের প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটি খুব মসৃণ এবং কারুকার্যপূর্ণ। দণ্ডায়মান মূর্তির মাথায় নৃসিংহ মূর্তি, দুই পাশে বীণা বাদনরতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মূর্তির কিছু অংশ ভাঙা। মূর্তিটি পাল যুগের বলে অনুমান করা হচ্ছে। এটি সমিতির হেফাজতে রাখা হয়েছে।

পৃথক ব্লকের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি এবং কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম ব্লক দুটি আয়তনে বড় হওয়ায় ব্লক দুটিকে ভেঙে দুটি করে ব্লক করার দাবি উঠেছে। সাগরদীঘিতে দশটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য একটি ব্লক থাকায় কাজে অসুবিধা হচ্ছে। প্রাকৃতিক কারণে ব্লকটি রাঢ় ও বাগড়ি—এই দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্লকের সমস্যাও দু'রকম। তাই দাবি উঠছে মনিগ্রাম, বালিয়া, কাবিলপুর, পাটকেলডাঙা ও গোবর্ধনডাঙা—বাগড়ি এলাকাভুক্ত এই পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে মনিগ্রাম রেলওয়ে সংলগ্ন এস এম জি আর রোডের ধারে সাগরদীঘি ২নং ব্লক করার।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

এই বৎসর সরস্বতী পূজা অন্ধকারে অতিবাহিত হইল। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের করাল গ্রাস এই অন্ধকারের কারণ। ইহার ফলে পূজার উদ্যোক্তাগণের উৎসাহে যথেষ্ট ভাটা পড়িয়াছে। প্রায় সকলেই মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন টুনি বাল্ব এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়া। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে সেইগুলি কোন কাজে লাগে নাই; শুধুই মণ্ডপের শোভাবর্ধন করিয়াছে দিনের বেলায়, রাত্রে হ্যাজাগের আলোতে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। হয়তো বা ভর্ৎসনা করিয়াছে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে।

পূজার কথা থাক। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য স্মরণীয় কালের মধ্যে এইরূপ বিদ্যুৎ বিভ্রাট আমরা দেখি নাই। ইদানীং কালে এই সঙ্কট আরো প্রকট হইয়াছে। সুতীব্র কষাঘাত হানিয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। লোডশেডিং শব্দটি যখন প্রথম চালু হইয়াছিল, তখন ইহা সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বর্তমানে শব্দটি রোজ-নামচায় পরিণত হইয়াছে: এমন কোন দিন নাই যেদিন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটিতেছে না। তাও আবার অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অধিকাংশ রাত্রিই নিষ্প্রদীপ রহিতেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ছাপাখানা, ষ্টুডিও, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি প্রভৃতিসহ বিদ্যুৎনির্ভর ও বিদ্যুৎচালিত বহু প্রতিষ্ঠান। বিদ্যুতের অভাবে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ব্যাহত হইতেছে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম। অথচ সঙ্কট মোচনে বিদ্যুৎ পর্ষদ নীরব, বধির। সমস্যা সমাধানে কোন শুভ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। উপরন্তু সমস্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে, উৎপাদন অব্যাহত থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের অভাব হইত না। তাঁহার মন্তব্য সঠিক ধরিয়া লইলে রাজ্য সরকারের তরফে কেন বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হইতেছে না তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পিছনে অন্তর্ঘাত, অসহ-যোগিতা অথবা অন্য কোন কারণ আছে কিনা, থাকিলে তাহার সমাধানের উপায় কি—জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাহার সম্পর্কে জানিতে চাহেন। কারণ দীর্ঘদিন এই সঙ্কট জিয়াইয়া রাখা চলে না।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

আদিবাসী সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব সোহরাই

(পূর্ববর্তী সংখ্যার অবশিষ্টাংশ)

নিমন্ত্রণ পর্বের শেষের কথাগুলো কানে বাজে, বুকে লাগে। আদিবাসী সাঁওতালরা খাটে খায়! কারও সাহায্য প্রত্যাশা ওরা করে না। না খেয়ে থাকে তবু চেয়ে খায় না; ওরা হতাশায় মুহ্যমান হয় না। ওরা মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে বলতে পারে: 'চিরদিনের সঙ্গী হলো ঠাণ্ডা ঝোল-ভাত।' এটাই ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমার ধারণা, সোহরাই ঐশ্বর্যের প্রতীক। তা না হলে লক্ষ্মীর সঙ্গে সে মাঠেই বা থাকবে কেন, আবার লক্ষ্মীর সঙ্গে উঠেই বা আসবে কেন? সাঁওতালরা হয়তো চায় সোহরাইকে বেঁধে রাখতে। তাই এর আর এক নাম 'বাঁধনা'। সোহরাই উৎসব পালন ঐশ্বর্য্যেরই উপাসনা।

ওদের জাতীয় উৎসব সোহরাই-এর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানকে 'গরুর পরব' বলা হয়। এদিনের উৎসব খুবই আকর্ষণীয় হয়। বাড়ির সামনে রাস্তার মধ্যে মধ্যে দুটি করে বড় বড় বাঁশ পোঁতা হয়। এই বাঁশকে বলে খুঁটি। গরুর শিং-এ তেল-সিঁদুর মাখানো হয়, কপালে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট ছোট রুটি বেঁধে খুঁটে ধানের শিস বাঁধা হয়। প্রতিটি খুঁটির সামনে বটের পাতার ঠোঙায় করে মদ রাখা হয়। সেখানে আর এক দফা পুজো হয়। পুজোর পর সেই মদ ওরা খেয়ে নেয়। তারপর গরু বাঁধে প্রতি খুঁটিতে। গ্রামের লোক (সাঁওতাল) লাগড়া, মাদল বাজায়, গরুর পাশে ঘুরে ঘুরে খেলা করে। সাঁওতাল পল্লীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর গরু বাঁধা থাকে, তারা ততদূর পর্যন্ত তিনবার খেলা করে। খেলা শেষে গরুর কপালে বাঁধা রুটি বা পিঠেগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। সকলে মিলে সেগুলো খেয়ে নেয়। এভাবে ঘণ্টা দুয়েকের অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় 'গরুর পরব'—সোহরাই-এর তৃতীয় দিনের উৎসব।

জাতীয় উৎসবের চতুর্থ ও শেষ দিনের অনুষ্ঠান 'গরু জাগানো'। খুব ভোরে ওরা গোয়ালে গোয়ালে গিয়ে গরু জাগায় এই গান গেয়ে:

ক) গায়ানি চরায় বাবু
শ্রীবিরিনদাবনে হো
কাডানি চরায় বাবু গাঙ্গা পার
আজওরে।
গায়ানি আয়ও বাবু বেলা
মাডুরি গেল
কাড়া বাবু আয়াওই আদারাত
আজওরে॥

বঙ্গানুবাদ: গাই চরছে বাবু
শ্রীবৃন্দাবনে গো
মোষ চরছে বাবু গঙ্গা পারে।
গরু আসতে বাবু বেলা তো
ডুবে গেল
মোষ আসতে বাবু অর্ধেক রাত
হয়ে গেল॥

খ) মিৎ হড়তে গাইকো চালাও এন
মিৎ হড়তে কাড়া,
মিৎ হড়তে বাবু চালাও এন।
গাই কাডাকো চালাও এন
হড়তেদ জোড়া ঘান্টি,
সারে কানা বাবা বাবুই
চালাও এন হড়তেদ তিরয়ো
সাডে কান বাজহে।

বঙ্গানুবাদ: এক রাস্তা দিয়ে গরু, এক রাস্তা দিয়ে মোষ এবং আর এক রাস্তা দিয়ে রাখাল বেরিয়ে গেল। যে রাস্তা দিয়ে গরু-মোষ গেল সেই রাস্তায় অনেক দূর থেকে জং (ঘুঙুর)-এর আওয়াজ পেছনে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে; আর রাখালের রাস্তা থেকে বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এই এক জাতি। জং, বাঁশী, মাদল, লাগড়া, ঠাণ্ডা ঝোল ভাত নিয়ে এদের জীবন। তাই এদের গানের কথায় প্রকাশ পায় নিজস্ব চিন্তাধারা। ওদের সাহিত্য বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। উৎসব অনুষ্ঠানের সময় এদের মনের কথা ভাষা পায় গানে। চতুর্থ দিনের গান-পর্ব শেষে সকলে এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে মদ, ভাত, মাংস প্রভৃতি খেয়ে বেড়ায়। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচে। পুরুষরা বাঁশী, মাদল, লাগড়া ও 'বানাম' বা বেহালা বাজায়। এদিন প্রচুর লোক সমাগম হয়। যে যে গ্রামে সোহরাই উৎসব পালিত হয়, সেই সমস্ত গ্রামে আশেপাশের এবং দূরদূরান্তের বহু গ্রাম থেকে সাঁওতাল-দের আত্মীয় স্বজনরা আসে আনন্দ করতে, উৎসবে আনন্দের ভাগীদার হতে।

(বঙ্গানুবাদসহ সাঁওতালী গান মুর্শিদাবাদ জেলা তফসিল জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন সমিতির সদস্য কমলারঞ্জন প্রামাণিকের সৌজন্যে।)

গণ কনভেনশন

জঙ্গিপুর, ১০ ফেব্রুয়ারী—এস ইউ সি র লোকাল কমিটির উদ্যোগে আজ জঙ্গিপুর শহরে একটি গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে ভাগীরথী নদীর ওপর সেতু, দুই পারে শিল্প স্থাপন ও জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালকে দুর্নীতি মুক্ত করে আধুনিক সমস্ত প্রকার যন্ত্রপাতির দ্বারা সজ্জিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়।

উনিশের মধ্যে তিন: সম্প্রতি জিয়াগঞ্জে অনুষ্ঠিত পি এস ইউ-র জেলা সম্মেলনে ১৯ জন প্রতিনিধি নিয়ে জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার ৩ জন ছাত্র-প্রতিনিধি কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। এঁরা হলেন রঘুনাথগঞ্জের জ্ঞানেন্দ্র দাস এবং সাগরদীঘির আবুল বাসার ও তপন মুখারজি। —প্রাপ্ত

হাসপাতালে ডেপুটেশন: জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে বন্ধ একস্-রে ইউনিট চালু, এ্যামবুলেনস্ চালু প্রভৃতি দাবিতে সি পি এম-এর একটি প্রতি-নিধি দল ১৫ ফেব্রুয়ারী সি এম ও এইচ এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে একস্-রের ইউনিট চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ্যামবুলেনস্ চালুর তৎপরতা চলছে বলে জানানো হয়েছে।

ডাকাতি, গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ১৩ জানুয়ারী—গতকাল রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার পারবৈদ্যনাথপুর গ্রামে আবদুস সাত্তার নামে জনৈক গ্রামবাসীর বাড়িতে হানা দিয়ে একদল সশস্ত্র ডাকাত নগদ ১৫৯০০ টাকা লুঠ করে। তারা লাঠি ও ছোরার আঘাতে একজনকে জখম করে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুলিশ ফরাক্কা থানা এলাকা থেকে খোকন সেখ নামে কুখ্যাত এক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার ঃ পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ৯ ফেব্রুয়ারী মোরগ্রামের কাছে বাসে উঠতে যাবার সময় হারুন সেখ নামে কুখ্যাত এক ডাকাত সাগরদীঘি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। রামপুরহাট, নলহাটী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানা এলাকায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-এর অভিযোগে চারটি থানার পুলিশ তাকে খুঁজছিল বলে প্রকাশ।

প্রহারের ফলে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১০ ফেব্রুয়ারী—এই থানার ছামুগ্রামের কাছে একটি মাঠে রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামের একদল গোয়ালা গতকাল রাত্রে মোষ দিয়ে গম খাওয়াতে শুরু করলে একদল জাগালদার তাদের তাড়া করে এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার ধলো গ্রামের কাছে তাদের ধরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় জাগালদারদের প্রহারের ফলে রাজকুমার ঘোষ নামে একজন গোয়ালা মারা যায়। রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি পুলিশ একজন করে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ১০০ মোষ আটক করা হয়েছে।

চোরাই মাল আটক

সাগরদীঘি, ১৩ ফেব্রুয়ারী—অনুপপুরের এক মেকানিকসের বাড়ি থেকে সাগরদীঘি পুলিশ গতকাল দুটি ইলেকট্রিক মোটর ও ২৮টি নতুন লঙ প্লেয়িং রেকর্ড আটক করেছে চোরাই সন্দেহে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারত বিজলী লিমিটেড-এর তৈরী ওই মোটর দুটির নম্বর ২৩০৬২৩৬ এবং ৭৩০০৫৩৯। এগুলি চোরাই মাল কি না সমস্ত থানাকে তা জানাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

খেলার খবর

মিরজাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারী—আজ বৈদ্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বৈদ্যপুর পরিচালিত ১৩৮৩ সালের ভলিবল ফাইনালে রঘুনাথগঞ্জ জাগৃতি সংঘ ৩—১ গেমে মিরজাপুর নব ভারত স্পোরটিংকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। প্রচুর দর্শক সমাগমে খেলাটি উপভোগ্য হয়।

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত খেলার খবরে মিরজাপুর স্কুল মহকুমা স্কুল স্পোরটস-এ চ্যামপিয়ান হয়েছে পড়তে হবে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক স্পোরটস নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

পদব্রজে ভারতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরপ্রদেশের ঝানসী জেলার সিমারী গ্রামের দু'জন পরিব্রাজক সত্যনারায়ণ সমাধিয়া ও হরিরাম পাঞ্চাল পদব্রজে ভারতভ্রমণে বেরিয়ে গত বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারতের সামাজিক ও অধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্য ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ঘুরে এখন পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। তাঁরা দু'জনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্য বলে জানান।

ইঞ্জিন লাইনচ্যুত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৩৩ নং আপ হাওড়া-সাহেবগঞ্জ প্যাসেনজার ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনের দুটি চাকা গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ আহিরণ ষ্টেশনের কাছে হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়। কেউ হতাহত হননি। আজিমগঞ্জ থেকে ক্রেন এসে ইঞ্জিনটিকে তোলার পর রাত দশটা নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উচ্ছেদের নোটিশ

সাগরদীঘি, ১৪ ফেব্রুয়ারী—সাগরদীঘি-সুকী রোডে যাঁরা সরকারী জায়গা দখল করে আছেন সাগরদীঘির এ রকম বেশ কয়েকজনকে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ থেকে সাত দিনের মধ্যে দখল ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

অভিযোগ টিকলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এ সি এম ও এইচ সম্প্রতি সাগরদীঘি বাজারের একটি ওষুধের দোকানে অনুসন্ধান চালিয়ে সরকারী কোন ওষুধ পাননি বলে জানা গেছে। প্রকাশ, কিছুদিন আগে সাগরদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকসহ কয়েকজন সি এম ও এইচ-এর কাছে এই মর্মে এক অভিযোগ করেছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওষুধ বিক্রী করা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে ওই তদন্ত হয়।

গুম নয়—গ্রেপ্তার

ফরাক্কা, ১৪ ফেব্রুয়ারী—খাজনা আদায়ের অজুহাতে ফরাক্কা থানা এলাকার ৪ জন মৎস্যজীবীকে গত সপ্তাহে গুম করা হয়েছে বলে মৎস্যজীবী সমিতির নেতা প্রদীপ নন্দী অভিযোগ করেছেন। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, এ অভিযোগ সত্য নয়। কারণ ওই ৪ জন মৎস্যজীবী আদৌ নিখোঁজ হননি। মাছ ধরার সময় বিহারের বারহারোয়া পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে।

যাত্রা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমায় যাত্রা উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য ৮০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মহকুমা সদর রঘুনাথগঞ্জে এই উৎসব পালনের জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী মহকুমা শাসকের অফিসে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহকুমার সাতটি ব্লক থেকে সাতটি যাত্রাদল ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বি ডি ও-দের। ৬ এপ্রিল থেকে এস ডি ও আফস রিক্রেয়েশন ক্লাবের মঞ্চের সাতদিন ধরে এই উৎসব চলবে বলে ঠিক হয়েছে।

অঞ্চলে অভাব-অনটন

মিরজাপুর, ১০ ফেব্রুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিরজাপুর অঞ্চলে কাজের অভাবে দিনমজুররা অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু ছিল তখন সাধারণ ভালই ছিল। এখন প্রকল্পের কাজ ও চাষের কাজ না থাকায় অভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

বহিরাগতদের জুলুম ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের আরো অভিযোগ ভ্রমণকারী জনৈক অসুস্থ ছাত্র কয়েকজন যুবকের হাতে লাঞ্ছিত হন এবং তাঁকে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। পরে ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে অসুস্থ ছাত্রটি কোনক্রমে রক্ষা পান।

চোরের উপদ্রব

সাগরদীঘি, ১০ ফেব্রুয়ারী—এই থানার মনিগ্রাম এলাকায় ভয়ানক চোরের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই চোর আসছে, ইতিমধ্যে অনেকের বাড়িতে ঢুকেছে এবং কয়েকজনের বাড়ি থেকে ধান চুরি করেছে বলে খবর।

নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি

গত ২৭ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা সংলগ্ন সিনেমা হাউসের সামনে হতে আমার চার বৎসর বয়সের মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। মেয়েটির পরনে হলুদ প্যান্ট, গায়ে নীল রঙের সোয়েটার, পায়ে জুতো-মোজা, পেটের বামদিকে কাটা দাগ আছে। রঙ ফর্সা, গড়ন পাতলা। নাম নাহার। কোন ব্যক্তি তার সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কৃত করব। --নুরুল হক, ইমামনগর, পোঃ লালখাঁড়দিয়ার, মুর্শিদাবাদ

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৮

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

ধন্বন্তরি লোকান্তরিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের তিনজনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ৮ বছর বয়স থেকে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। ৭২ বছর বয়সে রোগশয্যায় শায়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ধন্বন্তরি চিকিৎসা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে আজ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিদ্যালয়গুলিতে ছুটি দেওয়া হয়।

বিমান হাজরার প্রতিবেদন ঃ মঙ্গলবার সকালের ঝলমলে রোদে বসে সদ্য সমাপ্ত সরস্বতী পূজোর উৎসব-আনন্দের হিসেবনিকেশে যখন সবাই ব্যস্ত ঠিক তখনই উড়ো মুখে ঝড়ের মত খবরটা ছুটে এল—জ্যাঠা আর নেই। হোমিওপ্যাথির ধন্বন্তরি হাবলবাবু পরলোকগমন করেছেন দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়িত থাকার পর। মৃত্যু নির্মম ও নিষ্ঠুর হোলেও অনিবার্য। আর সেই পরিণতির ধারায় শিক্ষক রমাপতি চট্টোপাধ্যায় ওরফে হাবলবাবুর লোকান্তর। তাঁর মৃত্যুতে শহরবাসীর অপূরণীয় ক্ষতির ভাষ্যরূপ এই মুহূর্তে আমার অজানা। অজাতশত্রু, সবার শুভাকাঙ্ক্ষী এই বিপুলাকায় পুরুষটি শত-সহস্র দরিদ্রের জীবনদাতা-স্বরূপ একটি স্তম্ভ। বহুবার, বহুরূপে ও বহু প্রয়োজনে তাঁর কাছে গিয়েছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস করেছি। পারিবারিক বিশেষ সম্পর্কের কারণে খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছি। নিরহংকার এই মানুষটিকে মাত্র কয়েকটি সাহিত্যের ভাষায় বিচারের দুঃসাহস আমার নেই। বহু স্মৃতির মাঝে কানে বাজে বেশ বছর কয় আগে তাঁর দেওয়া উপদেশটি ঃ "তোর দাদাকে বল হোমিওপ্যাথির ট্রেনিংটা নিয়ে আসবে। একদিন হোমিওপ্যাথির কদর বাড়বে। জীবনে দাঁড়াতে পারবে। সামনে সুযোগ আসছে।" একাধারে শিক্ষক, চিকিৎসক ও দীর্ঘদিনের কমিশনারের চেয়েও মানুষের প্রতি অতলান্ত ভালবাসা ও অকৃপণ বিশ্বাস শহর-বাসীর মনে আত্মীয়রূপ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শহরবাসী আজ শোকে মূহ্যমান, ধন্বন্তরি হারা।

ও সি-র ঔদ্ধত্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ করে পুলিশ অফিসাররা। অসীম ক্ষমতার অধিকারী এই সমস্ত পুলিশ অফিসার জনসাধারণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন। রঘুনাথগঞ্জ থানার ও সি কুমুদশঙ্কর চ্যাটার্জি তাঁদের মধ্যে একজন। কোন ব্যাপারে কেউ গেলে অথবা কোন অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি প্রায় লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং কথায় কথায় হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে এ রকম বহু অভিযোগের খবর আমাদের দপ্তরে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ—তিনি সম্প্রতি জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক সত্যনারায়ণ ভকতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং কোন সাংবাদিককে বাগে পেলে ছেড়ে দেবেন না বলে শাসিয়েছেন। কারণ সাংবাদিকরা রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এবং পুলিশ অফিসারদের একাধিক দুর্নীতির খবর জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় ফাঁস করে দিয়েছেন। ফাঁস হয়েছে অন্যান্য সংবাদ-পত্রেও। তাই ও সি-র এই ঔদ্ধত্য।

এজেণ্ট আবশ্যক

নিজ নিজ এলেকায় কাজ করার জন্য পুরুষ ও মহিলা এজেণ্ট আবশ্যক। বেতন ৩০০ তিন শত টাকা এবং কমিশন ও রাহা খরচ অতিরিক্ত দেওয়া হবে।

যোগ্যতা—প্রার্থীদের অবশ্যই কমপক্ষে ম্যাট্রিক পাস অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস হওয়া চাই। বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দরখাস্ত—কেবলমাত্র ইংরাজি অথবা হিন্দী ভাষায় পাঠাতে হবে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে।

ঠিকানা ঃ—

GWALIOR TEXTILES
38-B, Majlis Park
Delhi—110033.

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।